উদ্ভাবনী উদ্যোগ/আইডিয়া প্রণয়ন সংক্রান্ত ছক

১)	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/আইডিয়ার নাম	ইউনিয়ন পর্যায়ে সমবায় পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন
২)	আইডিয়া প্রদানকারী কর্মচারীর নাম, পদবী ও কর্মস্থল	মোঃ মাহমুদ হাসান, অফিস সহাকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বাঘারপাড়া, যশোর।
৩)	বিদ্যমান যে পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করা হয় তার বর্ণনা	উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে সমবায়ীদের সেবা প্রদান করা হয়।
৪)	বিদ্যমান পদ্ধতির সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উপজেলা হতে ইউনিয়ন/গ্রাম অনেক দুরত্ব থাকার কারণে সমবায়ীদের অফিসের সাথে আন্তযোগাযোগ ব্যহত হওয়ার কারণে তারা সহজে সেবা পেতে পারেনা।
৫)	সমস্যা সমাধানের উপায়/প্রস্তাবনা	সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ করার জন্য প্রতি ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদে (ইউনিয়ন ই-সেবা কেন্দ্রের ন্যায়) সমবায় পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করে সমবায় সমিতির সদস্যদের আন্তসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন সহ দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তর করা সম্ভব।
৬)	প্রস্তাবিত পদ্ধতি	(ক) বিদ্যমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় সমবায় সমিতির সদস্যদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ করে তাদের স্থানীয় চাহিদা/ প্রয়োজন নিরূপণ করে সে অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে শুধুমাত্র যোগ্য ও আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খ) নির্বাচিত ১টি ইউনিয়নের সমবায় সমিতির কার্যক্রম বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে সমিতির নামে ফেজবুক খোলা হবে। আদর্শ সমিতিটি ফেজবুক পেজে তাদের কর্মকান্ড তুলে ধরবে এবং এর মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড অন্যান্য সমিতিগুলো জানতে পারবে এবং সমবায় সমিতির আদর্শ বাস্তবায়নে উৎসাহিত হবে। (গ) বিদ্যমান সরকারি সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা। (ঘ) প্রকল্পভুক্ত প্রত্যেকটি সমবায় সমিতির ফেইজবুক একাউন্ট এর মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সেবা নিয়মিত এবং নিবিড়ভাবে প্রদান করা হবে।
৭)	বাস্তাবয়নের প্রতিবন্ধকতা/ঝুকি	ক) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের স্থান সংকুলণ অন্যতম প্রতিবন্ধকতা । খ) পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের সংকুলন। গ) পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় । ঘ) পর্যাপ্ত বাজেটের অভাবে। ঙ) উপজেলা পর্যায় যানবাহন না থাকায় অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।
৮)	প্রস্তাব বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট ও ইহার উৎস কি হতে পারে তার বর্ণনা	বিদেশী সাহায্য হতে ক্ষুদ্র প্রকল্প প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং সমবায় সমিতির নিজস্ব অর্থ দ্বারা সহায়তা।
৯)	প্রস্তাবিত উদ্যোগ/আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত ফলাফল	সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ করার জন্য প্রতি ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদে (ইউনিয়ন ই-সেবা কেন্দ্রের ন্যায়) সমবায় পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করে সমবায় সমিতির সদস্যদের আন্তসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন সহ দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তর করা সম্ভব। সেবা সহজীকরণের ফলে সমবায় সমিতির সদস্যগণ আদর্শ উৎপাদনমুখী সহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে উন্নত সমবায় সমিতিতে পরিণত করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদেরকে উৎপাদন বিষয়ে ইউনিয়ন পর্যায় স্থানীয় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। পরবর্তীতে আলোচ্য আদর্শ সমিতির কার্যক্রম অনুসরণের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নে সমবায় সমিতিগুলোকে উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতির আওতায় আনা সম্ভবপর হবে এর ফলে সমিতির ঋণ নির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ/আইডিয়া প্রণয়ন সংক্রান্ত ছক

১) উদ্ভাবনী উদ্যোগ/আইডিয়ার নাম	সমবায় ভিত্তিক শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প।
২) আইডিয়া প্রদানকারী কর্মচারীর নাম, পদবী ও কর্মস্থল	মোঃ জাহিদুর রহমান, সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বাঘারপাড়া, যশোর।
৩) বিদ্যমান যে পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করা হয় তার বর্ণনা	হাতেগোনা কয়েকটি সমবায় সমিতি বিক্ষিপ্তভাবে স্বল্প সংখ্যক শিক্ষা উকরণ গুটিকয়েক মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করে।
৪) বিদ্যমান পদ্ধতির সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বিদ্যমান পদ্ধতিতে শিক্ষা উপকরণ প্রদানের সমস্যা নিম্নরুপঃ ক) হাতেগোনা কয়েকটি সমবায় সমিতি বিক্ষিপ্ত ভাবে তাদের সমাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে লোক দেখানো শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন। খ) শিক্ষা উপকরণ গুলো শুধুমাত্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিরতণ করেন। গ) শিক্ষা উপকরণ বিতরণ শুধুমাত্র সমিতিরি ব্রান্ডিংয়ের জন্য করা হয়। ঘ) সমিতির বিক্ষিপ্ত শিক্ষা কার্যক্রম ঝড়ে পড়া শিশুদের স্কুলে ফেরাতে সহায়ক নয়। ঙ) শিক্ষার সার্বিক হার বৃদ্ধিতে সহায়ক নয়।
৫) সমস্যা সমাধানের উপায়/প্রস্তাবনা	সমবায় ভিত্তিক শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় প্রস্তাবনা নিম্নরুপ: ক) এলাকা ভিত্তিক শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে নতুন সমবায় সমিতি গঠন করে বা বিদ্যমান সমিতির মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিক শিক্ষা সহায়ত প্রকল্প বাস্তবায়ণ করা সম্ভব। খ) নির্বাচিত সমিতির মাধ্যমে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে অথবা খন্ডকালীন পাঠদানের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সহায়তা করে ঝরে পড়ার হার কমানো। গ) কর্মজীবী শিশুদের জন্য সমিতির তহবিল হতে অর্থ সহায়তা প্রদান করে তাদের শিক্ষা কর্যক্রম চলমান রাখা। ঘ) কর্মজীবী /ঝরেপড়া শিশুদের অভিবাবকদের সমিতির সদস্যভুক্ত করে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যহত রাখা। ঙ) স্কুল ঝরে পড়া শিশুদের অভিবাবকদের সমবায়ের মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো। চ) ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ঝরে পড়া রোধে নির্বাচিত সমিতির মাধ্যমে তাদের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা উপকণ বিতরণ করে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা।
৬) প্রস্তাবিত পদ্ধতি	"সমবায় ভিত্তিক শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প" প্রস্তাবিত পদ্ধতি নিম্নরুপ: ক) শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে সমবায় গঠন করে অথবা বিদ্যমান আগ্রহী সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিক শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) নির্বাচিত সমিতির মাধ্যমে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে অথবা খন্ডকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। গ) এলাকার স্কুল ঝরে পড়া প্রবন ছাত্র ছাত্রির অভিবাবকদের সমিতির সদস্যভূক্ত করে তাদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

	ঘ) সমিতির মাধ্যমে ঝরে পড়া শিশুর অভিবাবকদের অর্থ সহায়তা প্রদান করতে হবে। ঙ) শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি সহ অন্যান্য ফিস সমিতির মাধ্যমে পরিশোধ করে ঝরে পড়ার হার রোধ করতে হবে। চ) প্রয়োজনে সমিতির মাধ্যমে কর্মজীবী শিশুদের জন্য নৈশ্য স্কুল চালু করে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব। ছ) শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে সমিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে টিফিনসহ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব।
৭) বাস্তাবয়নের প্রতিবন্ধকতা/ঝুকি	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থান/ স্কুল প্রতিষ্ঠা অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। খ) স্কুলের আসবাবপত্রের সংকুলণ। গ) খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ । ঘ) স্কুল ঝরে পড়া শিশুদের নিরক্ষর অভিবাবকদের সমিতির সদস্যভুক্ত করা । ঙ) অর্থনৈতিক সমস্যাসহ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা ও ঝুকি বিদ্যমান।
৮) প্রস্তাব বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট ও ইহার উৎস কি হতে পারে তার বর্ণনা	প্রস্তাব বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বাজেটের প্রয়োজন হবে। ইহার উৎস সমূহ নিম্নরুপ হতে পারে: ক) নির্বাচিত সমিতির বার্ষিক লভ্যাংশ হতে । খ) বিভিন্ন দাতা সংস্থার অনুদান হতে। গ) সরকারী বিভিন্ন শিক্ষা সহায়তা সমিতির মাধ্যমে প্রদান করে। ঘ) সরকারী অনুদান প্রভৃতি প্রকল্প বাস্তবায়নে বাজেটের উৎস হতে পারে।
৯) প্রস্তাবিত উদ্যোগ/আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত ফলাফল	প্রস্তাবিত উদ্যোগ/আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত ফলাফল নিম্নরুপ: ক) উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা গেলে শিশুদের স্কুল ঝরে পড়ার হার কমে আসবে। খ) উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। গ) উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক শৃংঙ্খলা ফিরে আসবে। ঘ) উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ঙ) উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন সহজতর হবে। চ) সর্বপরি উদ্যোগটি বাস্তবায়িত করা গেলে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।